রিয়াদে বৈশাখী মেলা ১৪১৪ বাঙলা

বাংলাদেশ দুতাবাস, রিয়াদ এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি কমিউনিটির ক'জন সংস্কৃতিমনার উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল'০৭ (শুক্রবার) আয়োজন হয়েছিলো বৈশাখী মেলা ও বর্ষবরণ ১৪১৪বাঙলা অনুষ্ঠানের। রিয়াদ শহর থেকে উত্তরে বেশ দুরে আলগাছিম রোডের পাশে বলা যায় এক্কেবারে মরুভুমির মাঝে অথচ একটি চমৎকার গাছগাছালি ভরা 'ইস্তে রাহা বুরুজ আলআরব' নামক (বিনোদন কেন্দ্রে) বাঙালি সংস্কৃতির এই অতীব চমৎকার আয়োজনটি হয়েছিলো।

রিয়াদ প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণে নিবেদিত হবে)

পাঁচ সহস্রাধিক লোকজন আর কাচ্চা-বাচ্চাদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিলো সেই মেলা প্রাঙ্গণ। নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে কষ্ট হবে অনেকের। মরুভূমির দেশে, মরুভূমির মাঝে এমন প্রাণ প্রাচুর্যে, প্রাণের বন্যায় এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর বৈশাখ-১৪১৪বাঙলা সেদিন এসেছিলো আমাদের মাঝে, নিরস মরুর মাঝে এক পশলা বৃষ্টির মতোই। কোন বৈচিত্রেরই ঘাট্তি ছিলো না। আয়োজকরা প্রাণপণে খেটেখুটে প্রায় সব কিছুরই আয়োজন করেছিলেন। প্রবাসে বেড়ে ওঠা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের মেয়েরা এবং তাদের মায়েরা পড়েছিলো বৈশাখী শাড়ি, চুড়ি। খোঁপায় ছিলো তাজা রজনীগন্ধা আর রকমারি ফুল। দেখে মনে হয়েছিলো মেলা মুখর রমনা বটমূল যেন রিয়াদে বর্তমান।

মেলার প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন এখানকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রিয়াদে একমাত্র যিনি আমার তিরিক্ষি মেজাজের ছড়াগুলোর ভক্ত, যার বাচনভঙ্গী যেন কুমিল্লার রসমালাই তিনি ড. আরিফ নামেই রিয়াদে সুপরিচিত। ওনার পরণে দেখলাম শাদা লুঙ্গি, ফতুয়া। তবে বুকপকেটে ধারণ করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। তবে কি তিনি এমন নতুন দিনে 'নিউ বাঙালি ষ্টাইল' আনার চেষ্টা করেছেন?! মেলার মঞ্চে ওনার উপস্থাপনা ছিলো সজীব প্রাণবন্ত।

সেখানে যেমন ষ্টলে ষ্টলে ছিলো তালপাতার বাঁশি, বেলুন, পিঠাপুলি, রকমারি বাংলাদেশী পণ্য। মেলায় আগতদের সবচে' চমৎকৃত করেছিলো নাগরদোলা, পালকি ভ্রমন, রিকসা ভ্রমন। ছিলো দুতাবাস কর্তৃক আয়োজিত প্রামাণ্যচিত্র, টিভি নাটক। দুতাবাসের ষ্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ছোট্ট তনয়া 'বৈশাখী' এবং গিন্নিসহ পিঠা খেতে খেতে বিশালকায় স্ক্রীনে নাটক দেখছিলাম। যা ইতিমধ্যেই কোন একটি বাংলা চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে বলে জানতে পারলাম। মেলায় প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত দুতাবাসের একজন জনাব ইয়াসিন মানিক এর কাছে জানতে চাইলাম এ নাটকটির সঙ্গে দুতাবাসের কেউ কি সংশিষ্ট?

উত্তরে তিনি জানালেন- 'আমাদের দুতাবাসে একজন গুণীমানুষ আছেন, যিনি বর্তমানে দুতাবাসের লেবার কাউন্সিলর জনাব হারুন অর রশীদ। তিনিই নাটকটি লিখেছেন এবং এতে অভিনয়ও করেছেন। শোনে প্রীত এবং চমৎকৃত হলাম যে তাহলে আমাদের দুতাবাসে একজন নাট্যকার + অভিনেতা রয়েছেন। জনাব ইয়াসিন মানিক একজন ওয়েব মাষ্টার, বাংলাদেশ দুতাবাস, রিয়াদ এর ওয়েব সাইটটি তিনিই পরিচালনা করেন। জনাব মানিক বিশালকায় সেই স্ক্রীনে পরিচয় করিয়ে দিলেন অভিনেতা, নাট্যকার হারুন অর রশীদকে।

মেলায় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলো সউদী আরবের পুলিশ। যাতে সবাই নিশ্চিন্তে চলাফেরা করেছেন। মেলা উপভোগ করতে পেরেছেন প্রাণ ভরে। কোন টেনশানই কারো মাঝে অন্তত সেদিন কাজ করেনি। বেলা ২টায় নাকি মেলাটি শুরু হয়েছিলো, যা সেখানে মাগরেবের পর পৌঁছেই জানতে পারি। বৈশাখী মঞ্চের রকমারি সঙ্গীতের সুরলহরির মাঝে এক চিলতে সজীব ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মেলা সমাপ্ত হয় রাত ১১টায়।

প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বৈশাখী মেলায় উপস্থিত থেকে মেলাকে সমৃদ্ধ ও ভাবগম্ভীর করে তুলেছেন সউদী আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদুত মেজর জেনারেল (অবঃ) এস এম ইকরামুল হক, বাংলাদেশ রুপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রিন্স বন্দর বিন মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান, সার্ক দেশীয় আরও দু'জন সম্মানিত রাষ্ট্রদুত এই মেলাকে আলোকিত করেছেন, তাঁরা হলেন- সউদী আরবে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদুত এবং শ্রীলংকার রাষ্ট্রদুত।

রিয়াদে আমার আগমন সেই ১৯৮৪ সালের অক্টোবরের ১৭ তারিখে। এই সুদীর্ঘ সময়ে রিয়াদের বাংলাদেশ দুতাবাসের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে কোন রাষ্ট্রদুতই এমন একটি মেলার আয়োজন করতে দেখিনি। কিংবা কেউ যদি আয়োজন করেও থাকেন তা আমার জানার বাহিরেই রয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছে বর্তমান রাষ্ট্রদুত বাঙলার মূলধারার সংস্কৃতি, শেকড়ের টান ও ঐতিহ্যের কাছে নিজকে দায়বদ্ধ ভেবেছেন বলেই এমন একটি মেলা উপহার দিতে পেরেছেন। বিষয়টি আমি মনেপ্রানে বিশ্বাস করি। যার জন্য ওনি সবার (যারা সেই বৈশাখী মেলায় উপস্থিত হতে পেরে নিজকে সৌভাগ্যবান ভেবেছিলেন?) সেই তাদের অন্তবিহীন ধন্যবাদ পাবার দাবীদার। কিন্তু যারা সেখানে যেতেই পারলোনা, তাদের কথা বলি কী করে?।

এবার আমার মেলায় যাবার পেছনে যে গল্প তা সুপ্রিয় মরুপলাশ গ্রুপের পাঠকদের বলবো। যা কয়েকটি দৈনিক এবং অনলাইন পত্রিকায় এই সংবাদটি আমি নিজেই লিখেছি অথচ সেখানে সেই গল্পটি বলা হয়নি। বলিনি সৌজন্যতার খাতিরেই। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদে পড়ুয়া আমার দুই তনয়া 'নদী' এবং 'বৈশাখী' তাদের ক্লাশমেটদের কাছ থেকে এই বৈশাখী মেলাটির খবর পেয়েছে এবং তাদের কাছ থেকেই মেলায় যাবার একটি পথ নির্দেশক নকশা পেয়েছে। বলা যায় তাদের যন্ত্রণায় এবং সীমাহীন পাগলামীর যোগান দিতে গিয়েই আমাকে উপযাচক হয়ে সেই বৈশাখী মেলায় গিয়ে পোঁছতে হয়েছে...!?। তাতে লাভ হয়েছে মরুপলাশ এর জন্য কিছু ছবি তুলতে পেরে।

তবে এখানকার একটি বিশাল শ্রেণী সেদিনের সেই বৈশাখী মেলা দেখা এবং উপভোগ থেকে যারা বঞ্চিত। ঠিক তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। রিয়াদে বৈশাখী মেলা হতে যাচ্ছে এমন খবর এবং লোকেশান রিয়াদের বাঙালি কমিউনিটি (হাইয়াল ওজারা) র অনেকেই জানেন না। যার জন্য অনেককেই পরে আফসোস করতে দেখেছি। শোনেছি তাদের মনোকষ্টের কথা।

বৈশাখী মেলার মঞ্চে ছিলো নৃত্য, দলীয় সঙ্গীত, গীতিআলেখ্য, বাউল সংগীত। তবে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ' এসো হে বৈশাখ এসো এসো' র মত বৈশাখকে সেই চিরন্তন আহ্বান এর বাণী ছাড়া মঞ্চের অন্যান্য সঙ্গীতে, নৃত্যে মাঝে মধ্যেই হোচট খেতে হয়েছে! বারবারই মনে হয়েছে দেশ থেকে ছ'হাজার কিলোমিটার দুরের এই মরুভূমির দেশে আমাদের বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি পশ্চিমা ধাচের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটাতে গিয়ে আমরা আমাদেরকেই বিকৃত করে ফেলছি, জেনে বা না জেনে। তারপরও আমার দাদার ভাষায় বলতে হয় সেই পুরাতন বচন- 'নাই দেশের ভেরণই বিরিক্ষি'!!।

এত কিছুর পরও নিরস মরুর দেশে, মরুর মাঝে যারা বাংলার বৈশাখকে টেনে এনে আমাদেরকে তার স্বরুপ দেখিয়ে দিলেন, মেলার মাধ্যমে আমাদের প্রবাসী প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের শেকড়, আমাদের মূলধারার সংস্কৃতির সঙ্গে। এ জন্যই থাকলো মরুপলাশ এর পক্ষ হতে তাদের জন্য এক আকাশ শুভেচ্ছা এবং সাধুবাদ। প্রবাসী সকল বাঙালির মন ও মৃত্তিকা বর্ণিল হোক বৈশাখী রঙেই। এমনি শুভকামনা মরুপলাশ গ্রুপের পক্ষ হতে। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

মরুপলাশ ডেস্ক রিপোর্ট
শুক্রবার, ৬ইং বৈশাখ ১৪১৪বাঙলা
২০ এপ্রিল ২০০৭ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

Email: marupalash@gmail.com
http://www.marupalash.com